সংবাদ

তারিখ ..15 NOV 2015...
পৃষ্ঠা ..৬... কলাম ....২.....

–সংবাদ

বান্দরবান রুমা সর. উচ্চ বিদ্যালয়

তিন শিক্ষক দিয়ে চলছে চার শতাধিক শিক্ষার্থীর পাঠদান

মো. শাফায়েত হোসেন, বান্দরবান

বান্দরবানের রুমা উপজেলা সদরের একমাত্র রুমা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক সঙ্কটের কারণে পাঠদান মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ফলে এ বিদ্যালয়ে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়েছে। এ বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক, গণিত, ভূগোল, সমাজ বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান এবং ইংরেজি বিভাগে শিক্ষক না থাকায় শ্রেণীগুলোতে পাঠদান কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এসব বিভাগে কর্মরত শিক্ষকরা অন্যত্র বদলি হয়ে চলে যাওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক সংকট বিরাজ করছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের ১১টি পদ থাকলেও বর্তমানে কর্মরত শিক্ষক মাত্র ৩ জন, এসব শিক্ষক দিয়েই পাঠদান চলছে। ফলে শিক্ষাক্রম প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। বিদ্যালয় সূত্র জানায়, রুমা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৯৬৭ সালে স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪ শতাধিক। শিক্ষা বোর্ডের তালিকাভুক্ত এস.এস.সি এবং ২০১০ সাল থেকে জে.এসসি পরীক্ষার কেন্দ্র রয়েছে এ বিদ্যালয়ে। তবে শিক্ষক শূন্যতায় হতাশ হয়ে পড়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও অভিভাবকরা। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা ও উদ্বিগ হয়ে পড়েছেন অভিভাবক মহল। শিক্ষার্থীদের মতে, বিদ্যালয় শিক্ষক সংকটের কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ভেঙ্গে পড়েছে। এতে তাদের পড়ালেখায় চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পড়ালেখার মানোন্নয়ন করতে পারছে না তারা। আগামী এসএসসি পরীক্ষাসহ বার্ষিক পরীক্ষাতেও এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ফলাফল বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষার প্রতিযোগিতার বাজার থেকে ছিটকে পড়ছে অন্যদিকে বিদ্যালয়ের সুনাম ক্রমেই ক্ষুণ্ন হচ্ছে। বিদ্যালয়ের সুনাম রক্ষা ও শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার স্বার্থে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার জন্যে সরকারের উর্ধ্বতন মহলে দাবি উঠেছে। তাদের মতে, বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অনেক কিছু জানা যায় এবং শিখা যায়। কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষক না থাকার কারণে ছাত্রছাত্রীরা তথ্যপ্রযুক্তি বিষয় কিছুই জানে না। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল আজিজ জানান, নিয়োগ পাওয়ার পর পরই তদবির করে শিক্ষকরা সুবিধাজনক স্থানে বদলি হয়ে চলে যান; ফলে শিক্ষকশূন্য হয়ে থাকে এ বিদ্যালয়টি। বিদ্যালয়ে ১১টি পদ থাকলেও কর্মরত রয়েছেন মাত্র ৩ জন শিক্ষক। এ ৩ জন শিক্ষক দিয়ে কোনো মতে পাঠদান চলছে। এতে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তিনি আরও জান্যান, গত ৩ বছর ধরে বিশেষ করে গনিত ও ইংরেজি শিক্ষক নেই। ফলে ২০১৫ সালে এসএসসি ও জেএসসি পরীক্ষার ফল ভালো হয়নি। রুমা সদর ইউপি চেয়ারম্যান শৈমং মার্মা জানান, উপজেলার একমাত্র সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক সংকটের কারণে শিক্ষার্থীরা পাঠদান থেকে বঞ্চিত। উপজেলা প্রশাসনের সাথে আলোচনা করে শূন্যপদে জরুরি ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগে জানানো হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে ইতিবাচক কোন খবর পাওয়া যায়নি। তার মতে, বিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক সংকটে রয়েছে এবং শিক্ষকের জন্য রুমাবাসী আন্দোলন সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু তারপরও সরকারের তরফ থেকে কোনো ধরনের প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তবে সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষার জন্য আন্তরিকের অভাব নেই। জেলায় শিক্ষক সংকট সমাধানসহ বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের হাতে। এতে করে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার গুণগত মান বাড়বে। রুমা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী মোহাম্মদ চাহেল তস্তরী জানান, রুমা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট আছে স্বীকার করে বলে তিনজন শিক্ষক রয়েছে। তবে সবার আন্তরিক থাকা দরকার। তাহলে যেই কোনো বিষয় সমস্যা সমাধান করা যায়। তবে শিক্ষক সংকটের বিষয়টি পার্বত্য জেলা পরিষদকে জানানো হয়েছে। কারন শিক্ষক নিয়োগ পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয়।